.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জানুয়ারি ২০১৯-এর মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৭ জানুয়ারি ২০১৯
সময় : সকাল ১০: ০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা- পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি দৃঢ়করণ করা হয়। পরবর্তীতে গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত বিষয়াদি ইংরেজিতে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগ	সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৩ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ১২ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে প্রেষণে পদায়নের জন্য ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক ১৭ কলামে তথ্যাদি প্রেরণের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়ার পর এবং "দ্য কম্পিউটার পার্সনেল রিক্রুটমেন্ট রুল" চূড়ান্ত হওয়ার পর জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের-৪টি পদ, ক্যাশ সরকারের ১টি পদ এবং অফিস সহায়কের-৪টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত 'বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি' এর মাধ্যমে বিধি মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য জরুরিভিত্তিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের ৪টি, ক্যাশ সরকারের ১টি ও অফিস সহায়কের ৪টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জনপ্রতি ৪৩.৫১ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, প্রশিক্ষণসূচি অনুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে SDG-এর ওপর রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪র্থ গ্রেড ও তদুর্দ্ধ কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ককে মুখ্য আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।	(১) APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে; এবং (২) SDG-এর ওপর রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪র্থ গ্রেড ও তদুর্দ্ধ কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে একটি কর্মশালা ফেব্রুয়ারি মাসের ২য়/৩য় সপ্তাহের মধ্যে আয়োজন করতে হবে।	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভায় জানান যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে আলাদা সভা করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে; জানুয়ারি মাসেও এপিএ-তে উল্লিখিত ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পের পরিচালকগণের সাথে আরও সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। তিনি বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা এবং সিটিজেন চার্টার বিষয়ক কার্যক্রমের বিপরীতে নম্বরপ্রাপ্তির লক্ষ্যে তদারকি জোরদার করার জন্য সুপারিশ করেন। এ প্রসংঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এবং গাড়ীসমূহ অকেজোকরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়ণ APA এর জন্য প্রয়োজন। APA'র নম্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যয়নসমূহ আবশ্যক। তদুপরি, প্রশাসন শাখা কর্তৃক বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে EGP চালু করার ওপর তিনি জোর দেন।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাদা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে সংগ্রহ করতে হবে; (গ) অকেজো যানবাহন পরিত্যক্ত ঘোষণার প্রত্যয়ন পত্র যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে; (ঘ) বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা তৈরির জন্য সভা আয়োজনসহ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; (ঙ) SIP এবং PPP প্রণয়নের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দাখিল করতে হবে; (চ) সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ছক অনুসরণপূর্বক অর্জন লিপিবদ্ধ করতে হবে যেন মূল্যায়ন যথাযথ হয়; (ছ) অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে EGP কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে; এবং (জ) পিআরএল আদেশ জারির ক্ষেত্রে কর্মচারীর নাম, পদবি ও কর্মস্থল উল্লেখপূর্বক পিআরএল আদেশ জারির তারিখসহ তালিকা দাখিল করতে হবে।	১। অতিরিক্তি সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুযায়ী দ্বিতীয় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮) প্রতিবেদন গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত স্ব স্ব দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী 'অংশীজনের অংশগ্রহণ' সংক্রান্ত ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৩টি সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাখিলকৃত NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোয়ার্টারভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা পুরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন আগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি কোয়ার্টারের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে; এবং (খ) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।	১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা রয়েছে মোট ৪৭টি; তন্মধ্যে, ৩ মাসের কম ০২টি এবং ৬ মাসের উর্ধ্বে ৪৫টি মামলা। সভাপতি অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলা পর্যালোচনা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখাসহ অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলা পর্যালোচনা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত ১৩টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরের কোয়ারির আলোকে ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদভুক্ত ০২টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পিএ কমিটি'র বিভিন্ন বৈঠকে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহিত অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির ব্রডশীটের জবাব বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং রয়েছে। গত ০২ ডিসেম্বর ২০১৮, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ এবং ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা সমন্বয় করার লক্ষ্যে মোট ০৩ (তিন) টি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সভায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেনঃ
<table>
<tr><th>ধরণ</th><th>ডিসেম্বর/২০১৮মাস পর্যন্ত জের</th><th>ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি</th><th>মোট আপত্তি</th><th>নভেম্বর/২০১৮মাসে অডিট নিষ্পত্তি</th><th>৩১ নভেম্বর/১৮ মাস পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট আপত্তি</th></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>১২৮৯১</td><td>২২</td><td>১২৯১৩</td><td>০</td><td>১২,৯১৩</td><td>১২৮৯৯</td></tr>
<tr><td>অগ্রিম</td><td>১২১০</td><td>০</td><td>১২১০</td><td>০</td><td>১২১০</td><td>১২১০</td></tr>
<tr><td>খসড়া</td><td>৬১১</td><td>৭</td><td>৬১৮</td><td>৮</td><td>৬১০</td><td>৬১৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৭১২</td><td>২৯</td><td>১৪৭৪১</td><td>৮</td><td>১৪৭৩৩</td><td>১৪৭২৪</td></tr>
</table></td><td>(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) পূর্বাঞ্চলের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত reconcile করে প্রকৃত ও হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব অতি অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অবহেলা করবে তাদেরকে চিহ্নিতকরে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়।

মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।

মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।

মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>ই-ফাইলিং, ভিডিও-কনফারেন্স, ওয়েবসাইট ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত</td><td>সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বলেন যে, নভেম্বর ২০১৮ মাসের তুলনায় ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে ই-ফাইলের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তিনি নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিষয়</th><th>নভেম্বর</th><th>ডিসেম্বর</th><th>বৃদ্ধি</th><th>হ্রাস</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১।</td><td>নথি</td><td>২৯.০৯%</td><td>৪১.১৪%</td><td>(৪১.১৪-২৯.০৯) =১২.৫%</td><td>-</td><td>হিসাব শাখা, আইন-২ মোট ২টি শাখা (শূণ্য) ০% এবং পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখার তথ্য পাওয়া যায় নাই।</td></tr>
<tr><td>০২।</td><td>ডাক</td><td>৩৩.৬৮%</td><td>৩৯.০৬%</td><td>(৩৯.০৬-৩৩.৬৮)=৫.৩৮%</td><td>-</td><td>পরিকল্পনা-১ ও ২ শাখার তথ্য পাওয়া যায় নাই।</td></tr>
</table>
তিনি আরও জানান যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে ১১তম যা নভেম্বর ২০১৮ মাসে ছিল ৩১তম। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড ও ওয়েবসাইটটি হাল্নাগাদ করা হচ্ছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, এপিএ এবং এনআইএস-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তদারকির নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকলনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রতি মাসে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৪০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারির ব্যবস্থা করতে হবে;
(খ) মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে;
(গ) মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন/উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সভা ব্যতিত অন্যান্য সকল সভা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে;
(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়;

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
</table>

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		সভাপতি বলেন যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল অনুবিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করার ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন/উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সভা ব্যতিত অন্যান্য সকল সভা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে সভা আয়োজন করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকলনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রতি মাসে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করে পর্যালোচনা করতে হবে।	কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা আয়োজন করতে হবে। (ঙ) মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকলনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রতি মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩.৮	পরিদর্শন	সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-২) সভায় জানান যে, গত ১৬-১৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সচিব এবং অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা কুলাউড়া-শাহাবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন-শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন করে। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৮ পরিদর্শন সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সভাপতি প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রতি দুই মাসে একবার শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করার অনুরোধ করেন। এছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করাসহ যথাসময়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।	(ক) প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত শাখা/ অধিশাখা পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে; এবং (খ) পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মনিটরিং করতে হবে।	১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩.৯	অনিষ্পন্ন বিষয়	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে, প্রশাসন-১ শাখার ৫টি, অডিট শাখার ৯টি এবং আইন শাখার ৩টি বিষয়সহ মোট ১৭টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তালিকা হালনাগাদকরত: দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা হালনাগাদকরত: দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে মোট ০৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে এবং ১১৪টি মামলায় ১৬,৮৪০/- টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে; তবে, কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি। সভাপতি বলেন যে, নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি মোবাইল কোর্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশ দেন। সভাপতি কমলাপুর এবং বিমানবন্দর স্টেশনসহ টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশগুলোতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করার নির্দেশ দেন।	(ক) ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩টি করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; এবং (খ) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১১	রেলওয়ে নিরাপত্তা	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় রেলওয়ে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা এবং বিনা টিকেটে যাত্রী ভ্রমণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। সভাপতি ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন।	ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ২। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১২	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তির কথা বিবেচনা করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ রেলস্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে থাকেন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে আলাদা প্রতিবেদনও প্রেরণ করা হয়। সভাপতি বলেন যে, ট্রেন ও রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির করতে হবে।	ট্রেন এবং রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৩	মন্ত্রণালয়ে রেলওয়ে অপারেশন শাখা খোলা	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় অবহিত করেন যে, রেলওয়ে অপারেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে স্বতন্ত্র একটি শাখা খোলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের অপারেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে বিবেচনায় নিয়ে মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান শাখাগুলোর কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস করে একটি শাখা খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন।	বাংলাদেশ রেলওয়ের অপারেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে বিবেচনায় নিয়ে এবং মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান শাখাগুলোর কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস করে একটি শাখা খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩.১৪	বিদেশে আয়োজিত সেমিনার/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্পর্কে উপস্থাপনা	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে, ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলেও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোন তথ্য/প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সভাপতি বলেন যে, বিদেশে আয়োজিত সেমিনার/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদেরেকে বিদেশ ভ্রমণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত রাখতে হবে এবং উক্ত প্রতিবদনের সার-সংক্ষেপ ভ্রমণ পরবর্তী অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(১) বিদেশে আয়োজিত সেমিনার/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদেরেকে বিদেশ ভ্রমণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং উক্ত প্রতিবদনের সার-সংক্ষেপ ভ্রমণ পরবর্তী অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১১.১৭-

তারিখ: মাঘ ১৪২৫ / ফেব্রুয়ারি ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। উপ-সচিব/উপ-প্রধান (সকল)/অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাক।